Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হালাল ভাবে ইনকাম করার গুরুত্ব ও উপায়সমূহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম

রোলঃ 227011995

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হালাল ভাবে ইনকাম করার গুরুত্ব ও উপায়সমূহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম

রোলঃ 227011995

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " হালাল ভাবে ইনকাম করার গুরুত্ব ও উপায়সমূহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হালাল ভাবে ইনকাম করার গুরুত্ব ও উপায়সমূহ, আইডিঃ 227011995 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " হালাল ভাবে ইনকাম করার গুরুত্ব ও উপায়সমূহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম

আইডিঃ 227011995

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

হালাল ইনকামের গুরুত্ব ও ফযিলত 7

হারাম ইনকামের ক্ষতিকর দিক 8

ব্যবসা বানিজ্যের মাধ্যমে হালাল ইনকাম 10

ব্যবসার পরিচয় ও গুরুত্বঃ 10

ব্যবসা বনাম সুদঃ 11

ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার মৌলিক শর্তঃ 14

নিষিদ্ধ বেচাকেনাঃ 15

কৃষিকাজের মাধ্যমে হালাল ইনকামঃ 17

চাকুরীর মাধ্যমে হালাল ইনকামঃ 18

সরকারী চাকুরীর বিধানঃ 18

বেসরকারী চাকুরীর বিধানঃ 19

কায়িক শ্রমঃ 19

অনলাইনের মাধ্যমে হালাল ইনকামঃ 20

নারীদের হালাল ইনকামঃ 20

উপসংহার 20

রেফারেন্স 21

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। যিনি সমগ্র জাহানের স্রষ্টা। সমগ্র সৃষ্টিকূলের মধ্যে মানুষই হল সবচেয়ে সুন্দর, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

অর্থঃ ''বাস্তবিকপক্ষে আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমার বহু মাখলুকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি''(সূরা বনি ইসরাইল-৭০)।

মহান আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন বা ধর্ম আল্লাহর নিকট গ্রহনীয় হবে না। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে বলেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন কেবল ইসলামই। [৬] যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর কেবল পারস্পরিক বিদ্বেষবশত ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। আর যে-কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে (তার স্মরণ রাখা উচিত যে,) আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী (সূরা আলে ইমরান-১৯)।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সবকিছু এতে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সাঃ) এর হাদিসের মাধ্যমে আমাদের সকল কিছু জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থঃ (হে নবী! এটি) একখানি কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তুমি এর দ্বারা (মানুষকে) সতর্ক কর। সুতরাং এর কারণে তোমার অন্তরে যেন কোন কুণ্ঠা দেখা না দেয় [২] এবং এটা মুমিনদের জন্য এক উপদেশবাণী (সূরা আরাফ-২)

তিনি আরো বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থঃ তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, সেই পশু যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম উচ্চারিত হয়েছে, শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, উপর হতে পতনে মৃত জন্তু, অন্য কোনও পশুর শিংয়ের আঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খেয়েছে এমন জন্তু, তবে (মরার আগে তোমরা) যা যবাহ করেছ তা ছাড়া এবং সেই জন্তুও

(হারাম), যাকে (প্রতিমার জন্য) নিবেদনস্থলে (বেদীতে) বলি দেওয়া হয়। এবং জুয়ার তীর দ্বারা (গোশত ইত্যাদি) বণ্টন করাও (তোমাদের জন্য হারাম)। এসব বিষয় কঠিন গুনাহের কাজ। আজ কাফিরগণ তোমাদের দীনের (পরাস্ত হওয়ার) ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না। আমাকেই ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে (চির দিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম(সূরা আল মায়িদাহ-৩)।

আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে শুধুমাত্র তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়াতে জীবনধারনের জন্য হালাল পথে জীবিকা অন্বেষণ করতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থঃ অতঃপর নামায শেষ হয়ে গেলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর, এবং আল্লাহকে স্মরণ কর বেশি বেশি যাতে তোমরা সফলকাম হও (সূরা আল জুমুয়া-১০)।

হালাল পথ হল সেই পথ যে পথ আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য। অন্যদিকে হারাম পথ হল সেই পথ যা আল্লাহর নিকট অগ্রহনযোগ্য। জীবিকা অর্জনের জন্য তথা অর্থ ইনকামের জন্য হালাল পন্থা ব্যতীত অন্য উপায় গ্রহন করার কোন উপায়। হালাল ভাবে জীবিকা অর্জনের যেমন অনেক ফযিলত রয়েছে তেমনি হারাম উপায়ে অর্থ ইনকামের রয়েছে ভয়াবহ পরিণতি। এ নিবন্ধে হালাল ভাবে অর্থ ইনকামের গুরুত্ব ও উপায়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে যেসব মৌলিক উপায়সমূহ আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ হালাল ইনকামের পথগুলো অন্তর্গত। সময়ের সাথে সাথে নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবিত হচ্ছে। সেসব উপায়সমূহ হালাল কিনা তা অনশ্যই জেনে নিতে হবে। এছাড়া বিশেষ কোন নতুন হালাল উপায় সম্পর্কিত মাসালা জানার জন্য বিজ্ঞ ওলামায়ে ইকরামের পরামর্শ নিতে হবে।

হালাল ইনকামের গুরুত্ব ও ফযিলত

ইসলামে হালাল ভাবে ইনকামের গুরুত্ব অপরিসীম। হালালের আভিধানিক অর্থ হলো, মুবাহ বা বৈধ। পরিভাষায়- শরিয়ত অনুমোদিত এবং নিষেধাজ্ঞার বন্ধনমুক্ত বস্তুকে হালাল বলা হয়। আর হারাম হচ্ছে, যা শরিয়তপ্রণেতা কর্তৃক অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য। পৃথিবীর সব বস্তুই মৌলিকভাবে বৈধ। তবে মহান আল্লাহ এবং রাসুল (সা.) যদি কোনো বস্তুকে হারাম বলে ঘোষণা করেন, তবেই তা হারাম বলে গণ্য। ইসলামে উপার্জনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় দু'টি মূলনীতি রয়েছে।

এক. মূলগত: যা উপার্জন করা হবে তা মূলগতভাবে হালাল হতে হবে।

দুই. পদ্ধতিগত: যা উপার্জন করব তা বৈধ পন্থায় হতে হবে।

মহানবী (সা.) হালাল-হারামকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, 'আল্লাহতায়ালা স্বীয় কিতাবে যেসব জিনিস হালাল করেছেন, তা হালাল এবং আল্লাহতায়ালা তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হারাম করেছেন, তা হারাম। আর যেসব বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন, তা তিনি ক্ষমা করেছেন।' (তিরমিজি : ১৭২৬)।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ

অর্থঃ 'হে মানবকুল! তোমরা পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র বস্ত ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (সূরা বাক্বারাহ ১৬৮)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

' فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ,

অর্থঃ আল্লাহ তোমাদেরকে হালাল ও পবিত্র যা দিয়েছেন তা হ'তে আহার কর এবং আল্লাহর নে'মতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর' (সূরা নাহল ১১৪)।

নিজের উপার্জিত আয়কে রাসূল (সাঃ) সর্বোত্তম বলেছেন। ভিক্ষাবৃত্তিকে ইসলামে অনেক বেশী নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এ মর্মে মহানবী (সাঃ) বলেন,

''হযরত রাফে ইবনে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সর্বোত্তম উপার্জন কোনটি? জবাবে তিনি বলেন: ব্যক্তির নিজস্ব শ্রমলব্দ উপার্জন ও সততার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়।''(ইমাম আহমাদ, মুসনাদ, খ.৪, পৃ. ১৪১)

হালাল উপার্জন অন্যতম ফরজ ইবাদত। অন্যান্য ফরজ বিধানের ন্যায় এটিও আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

'হালাল জীবিকা সন্ধান করা নির্ধারিত ফরজসমূহের পরে বিশেষ একটি ফরজ।' (শুআবুল ইমান, বায়হাকি; কানযুল উম্মাল: ৯২০৩)।

এরূপ একাধিক হাদিসে মহানবী (সাঃ) বৈধ উপায়ে জীবিকা উপার্জনের তাগিদ দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে,

''হজরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং বৈধ উপায়ে জীবিকা অর্জন করো। কেননা কোনো প্রাণীই তার নির্ধারিত রিজিক পূর্ণ না করে মৃত্যুবরণ করবে না, যদিও কিছু বিলম্ব ঘটে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং সৎভাবে জীবিক অর্জন করো। যা হালাল তাই গ্রহণ করো এবং যা হারাম তা বর্জন করো।'' (ইবনে মাজাহ)

হালাল জীবিকা ছাড়া কোনো ইবাদতই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আবার উপর্জন করতে গিয়ে যদি কারো পরিশ্রম হয় এবং সে পরিশ্রমে ঘাম ঝরে তবে ওই ব্যক্তির ঘামের বিন্দুতে তার গোনাহ মাফ হয়। হারাম মিশ্রিত জীবিকায় গঠিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন মহানবী (সাঃ)।

হারাম উপার্জন নিজের জন্য যেমন বরকত হয় না তেমনি উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে তা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়।

বৈধ উপায়ে জীবিকা উপার্জন করার রয়েছে অনেক ফজিলত ও মর্যাদা। আর তাতে প্রকাশ পায় পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা। বৈধ পন্থায় উপার্জন পরিচ্ছন্ন ও উন্নত জীবন গঠনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।হালাল রিজিক উপার্জন করাকে ইসলাম ইবাদত হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। হাদিসে এসেছে,

''হজরত মিক্বদাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি নিজ হাতে উপার্জনের খাবারের ছাড়া উত্তম কোনো খাবার খেতে পারে না। নবি (হজরত) দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।''

(বুখারি, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ)

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেছেন, 'মানুষ সবচেয়ে পবিত্র আহার যা গ্রহণ করে, তা হচ্ছে তার নিজের উপার্জিত আহার। আর তার সন্তানও হচ্ছে তার উপার্জিত সম্পদ।' (ইবনে মাজাহ)

হালাল উপার্জনের উপায়সমূহের মধ্যে ব্যবসাকে নবীজি (সাঃ) অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'উত্তম উপার্জন হলো নিজ হাতের উপার্জন এবং যে কোনো বৈধ ব্যবসার উপার্জন।' (মুসনাদে আহমদ)

হারাম ইনকামের ক্ষতিকর দিক

হালাম ইনকামের যেমন অনেক ফযিলত আছে তেমনি হারাম ইনকামের শাস্তিও অনেক কঠিন। ইসলামে হারাম ইনকামের পথ অবলম্বন করা সম্পূর্ণ নিষেধ। এতে পরকালে কঠোর

শাস্তির পাশাপাশি অন্তর কঠিন হয়ে যায়। ইমানি নূর হারিয়ে যায়। দোয়া কবুলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। তাই প্রত্যেক মুমিনের জন্য হারাম ইনকামের পথ ত্যাগ করা আবশ্যক।

হারাম উপার্জন এর বিভিন্ন উপায় এর মধ্যে সুদ, ঘুষ, অন্যের সম্পদ দখল করা, চুরি ও ডাকাতি, জুয়া ও বাজি ধরা, ঠকবাজি, ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষন, মজুদদারী, পণ্য বিক্রয়ে অধিক কসম করা, যাকাতের সম্পদ গোপন রাখা, পরিমাপ ও ওজনে কম দেয়া ইত্যাদি যেসব বিষয় কুরআন ও হাদিস এর মূলনীতি অনুযায়ী নিষিদ্ধ সবই হারাম উপার্জন।

হারাম উপার্জনের পথ বেছে নেয়ার প্রধান কারন হলো তাকওয়াশূন্য হৃদয়। মানুষের মনে আল্লাহর ভয় না থাকলে সে যেকোন খারাপ কাজ করতে দ্বিধা করে না।হৃদয় থেকে আল্লাহভীতি দূর হয়ে গেলে মানবাত্মা অনুভূতিশুন্য হয়ে পড়ে। ফলে তার মাঝে হালাল-হারাম যাচাই-বাছাই করার কোন তাকীদ অনুভূত হয় না। আর আল্লাহকে লজ্জা করে অন্যায় কর্ম ত্যাগ করাই হ'ল প্রকৃত লজ্জা। রাসূল (সাঃ) প্রকৃত লজ্জা কি তা ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

'তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে লজ্জা কর। আমরা বললাম, আল-হামদুলিল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরাতো আল্লাহকে লজ্জা করি! রাসূল (ছাঃ) বললেন, বিষয়টা এমন নয়; বরং আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করা হ'ল তুমি তোমার মস্তিষ্ককে যাবতীয় অন্যায় চিন্তা-চেতনা থেকে রক্ষা করবে, পেটকে যাবতীয় হারাম খাদ্য থেকে বাঁচাবে, মৃত্যু ও তৎপরবর্তী বিপদসমূহ স্মরণ করবে। আর যে পারলৌকিক সফলতা কামনা করে, সে যেন পার্থিব চাকচিক্য পরিত্যাগ করে। আর যে ব্যক্তি এ সমস্ত কর্মকান্ড সম্পাদন করবে সেই যথাযথভাবে আল্লাহকে লজ্জা করল'(আহমাদ হাদিস-৩৬৭১)

এছাড়া দ্রুত উপার্জনের লালসা, অতিরিক্ত লোভ ও অল্পেতুষ্টির অভাব, হারাম জীবিকার ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি কারনে মানুষ সাধারণত হারাম উপার্জনের পথ বেছে নেয়।

হারাম উপার্জনের অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে । তার মধ্যে অন্যতম হল অন্তরের কাঠিন্য ও আল্লাহর আনুগত্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের স্থবিরতা। যার ফলাফল হ'ল ইহলৌকিক জীবন ও জীবিকায় বরকত হ্রাস হওয়া। রাসূল (সাঃ) বলেন,

إِنَّهُ لاَ يَرْبُوْ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

অর্থঃ 'অবৈধ খাদ্যে যে গোশত বৃদ্ধি পায় জাহান্নামই তার জন্য উত্তম বাসস্থান'(তিরমিযী হা/৬১৪)।

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করে নিঃস্ব-অভাবী লোকদের হক্ব নষ্ট করা এবং সম্পদের নিসাব গোপন করা পাপ। এর পার্থিব শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ অনাবৃষ্টি ও খরা চাপিয়ে দেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْ

অর্থঃ ‘যে সম্প্রদায় তাদের সম্পদের যাকাত প্রদান করে না, তাদেরকে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণও করা হ’ত না, যদি প্রাণীকুল না থাকত’(ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯)।

হারামে বরকত কমে যায়। হারাম উপার্জনকারী সম্পদে কোন বরকত থাকে না। এ সম্পদ তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতির কারন হয়ে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَمۡحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرۡبِى الصَّدَقٰتِ‌ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيۡمٍ

অর্থঃ আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-সদাকাকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ এমন প্রতিটি লোককে অপছন্দ করেন যে নাশোকর, পাপিষ্ঠ(সূরা আল বাকারা-২৮৬)

হারাম উপার্জনে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহ যার উপর আসন্তুষ্ট হন তার তো ধবংস অনিবার্য। মহান আল্লাহ বলেন,

‘নিশ্চয় যারা আল্লাহর সঙ্গে করা প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য খরিদ করে, আখেরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। আর আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না কেয়ামতের দিন। আর তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।’ (সুরা আলে ইমরান : ৭৭)।

হাদিসে এসেছে, রাসুল (সা.) বলেন, ‘ঘুষদাতা ও গ্রহীতার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৩১৩)।

হারাম ইনকামে লিপ্ত ব্যক্তি পরকালেও কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। এরুপ দান সদকাও আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। খাওলা আনসারিয়া (রা.) বলেন, আমি নবীজি (সা.)-কে বলতে শুনেছি, কিছু লোক আল্লাহর দেয়া সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, কেয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত।’ (বোখারি : ৩১১৮)।

রাসুল (সা.) বলেন, ‘আল্লাহতায়ালা পবিত্রতা ছাড়া কোনো সালাত কবুল করেন না এবং অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদের সদকা গ্রহণ করেন না।’ (সুনানে নাসায়ি : ১৩৯)।

ব্যবসা বানিজ্যের মাধ্যমে হালাল ইনকাম

ব্যবসার পরিচয় ও গুরুত্বঃ

হালাল ইনকামের উপায়সমূহের মধ্যে ব্যবসা হল সর্বাপেক্ষা উত্তম । শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে একটি মালকে অন্য একটি মালের সহিত বিনিময় করাকে ব্যবসা বানিজ্য বলে।

সমাজে গতিশীলতা আনতে ব্যবসার তাৎপর্য অপরিসীম। এর মাধ্যমে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়। তাই ইসলাম ব্যবসা কেবল বৈধই বলেনি বরং এ ব্যাপারে সবিশেষ উৎসাহ

ও গুরুত্ব প্রদান করেছে। যেন মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীর বুকে একটি শ্রেষ্ট জাতি হিসেবে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। অবৈধ পন্থা হতে বাঁচার এবং প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি লাভের এটি অনেক বড় অবলম্বণ। এছাড়াও জীবিকার একটি বৃহৎ অংশ রয়েছে এ ব্যবস্থাপনায়। হাদিস শরীফে এসেছে,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

অর্থঃ সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবীগণ, সিদ্দীকীন এবং শহীদগণের সঙ্গে থাকবে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ১২০৯)

ব্যবসাকে উপার্জনের সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম আখ্যা দেয়ার বড় কারণ এটাই যে, নবীজি (সাঃ) স্বয়ং নিজে ব্যবসা করেছেন। তিনি অন্য আরেকজনের সঙ্গে মিলে শেয়ারে ব্যাপক পরিসরে ব্যবসা করেছেন। তিনি মুদারাবা তথা ব্যাবসার লাভ অর্থ প্রদানকারী ও শ্রম দানকারী নিজেদের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করে নেয়ার ব্যবসাও করেছেন। অনেক বিখ্যাত সাহাবীও ব্যবসায়ী ছিলেন । হযরত আবু বককর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ), হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ব্যবসা করতেন। হযরত খাদিজা (রাঃ) এরও বড় ব্যবসা ছিল যা তিনি মহানবী (সাঃ) এর সাহায্যে পরিচালনা করতেন। তাঁরা প্রত্যেকেই দ্বীনের জন্য তাদের সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন।

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য শুধু মুনাফা অর্জন নয় বরং এর দ্বারা মানুষের সঙ্গে পরিচিতি বাড়বে। এতে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া সহজ হবে। ঈমানদারিতার সাথে সৎভাবে ব্যবসা করলে আল্লাহ তাআলা অগনিত রিজিক দান করেন। তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতারণা ও মিথ্যা থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। কেননা এর শাস্তি ভয়াবহ। নবীজি (সা.) বলেছেন,

”ব্যবসায়ী গোনাহগার এবং অসভ্য। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ব্যবসা-বাণিজ্যকে কি আল্লাহ হালাল করেননি? নবীজি (সা.) উত্তরে বললেন, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু অধিকাংশ ব্যবসায়ী মিথ্যা কসম করে। নিজের পণ্যের ব্যাপারে মিথ্যা মিথ্যা বিবরণ দেয়। এভাবে অধিকাংশ মানুষ গোনাহগার হয়ে যায়। আল্লাহর পানাহ! আল্লাহর পানাহ!” (মুসনাদে আহমদ)

ব্যবসা বনাম সুদঃ

সুদভিত্তিক লেন-দেনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের মোকাবিলায় মহান আল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধ বলে ঘোষনা দিয়েছেন। অতএব অবৈধ পন্থা হতে বাঁচার এবং প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি লাভের ব্যবসা অনেক বড় একটি অবলম্বণ। মহান আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

অর্থঃ যারা সুদ খায়, (কিয়ামতের দিন) তারা সেই ব্যক্তির মত উঠবে, শয়তান যাকে স্পর্শ দ্বারা পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এটা এজন্য হবে যে, তারা বলেছিল, 'ব্যবসাও তো সুদেরই মত।[২০৭] অথচ আল্লাহ বিক্রিকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ-বাণী এসে গেছে, সে যদি (সুদী কারবার হতে) নিবৃত্ত হয়, তবে অতীতে যা-কিছু হয়েছে তা তারই। আর তার (অভ্যন্তরীণ অবস্থার) ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় (সে কাজই) করল, তো এরূপ লোক জাহান্নামী হবে। তারা তাতেই সর্বদা থাকবে।(সূরা বাকারা-২৭৫)

ব্যবসা জীবিকার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম কিন্তু সুদ হল একটি ভয়ংকর পাপ। ফকীহদের পরিভাষায়, সমজাতীয় কোন পণ্য বা মুদ্রা পরস্পর বিনিময় হিসেবে কম বেশি করে ক্রয়বিক্রয় করাকে রিবা বা সুদ বলা হয়।

আমাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে সুদ কতটা ভয়াবহ। এর মাধ্যমে শুরুতে কিছুটা লাভবান হলেও পরবর্তীতে নিঃস্ব হয়ে যায়। এতে ধনী পুঁজিপতি আরো ধনী হয় এবং গরীব আরো গরীব হতে থাকে। একজন সত্যিকারের মুসলমান কখনো সুদের সাথে জড়িত হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوۡا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক, তবে সুদের যে অংশই (কারও কাছে) অবশিষ্ট রয়ে গেছে, তা ছেড়ে দাও।(সূরা বাকারা-২৭৮)

আল্লাহ আরও বলেন,

فَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلُوۡا فَاۡذَنُوۡا بِحَرۡبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ‌ۚ وَاِنۡ تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوۡسُ اَمۡوَالِكُمۡ‌ۚ لَا تَظۡلِمُوۡنَ وَلَا تُظۡلَمُوۡنَ

অর্থঃ তবুও যদি তোমরা (তা) না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর তোমরা যদি (সুদ থেকে) তাওবা কর, তবে তোমাদের মূল পুঁজি তোমাদের প্রাপ্য। তোমরাও (কারও প্রতি) জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না।(সূরা বাকারা-২৭৯)

নবী করিম (সাঃ).বলেন, "এক দিরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়া ৩৬ বার ব্যভিচার থেকে জঘন্য।" (মিশকাত শরীফ; পৃ.২৪৫)

সুদ খেলে অন্তর কঠোর হয় এবং তাতে মরচে পড়ে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'কখনো নয়, বরং তারা যা অর্জন করত তা-ই তাদের অন্তরসমুহকে ঢেকে দিয়েছে।'(মুতাফ্ফিফিন *: ১৪)*

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

"তোমরা জেনে নাও নিশ্চয় দেহের মধ্যে একটি মাংসপিন্ড আছে যদি তা ঠিক তাহলে সারা দেহ সুস্থ, যখন তা অসুস্থ হয় সারা দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে।"*(বুখারি : ৫২, মুসলিম : ১৫৯৯)*

সুদ খাওয়া হালাল রিজিক থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'সুতরাং ইয়াহূদীদের যুলমের কারণে আমি তাদের উপর উত্তম খাবারগুলো হারাম

করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে অনেককে তাদের বাধা প্রদানের কারণে। আর তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল।'(নিসা : ১৬০-১৬১)

সুদ খাওয়া জুলুম বা অন্যায় আর সকল জুলুম কিয়ামতের দিন ঘোর তমসা ডেকে আনবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

'আর যালিমরা যা করছে, আল্লাহকে তুমি সে বিষয়ে মোটেই গাফেল মনে করো না, আল্লাহ তো তাদের অবকাশ দিচ্ছেন, ঐ দিন পর্যন্ত যে দিন চোখ পলকহীন তাকিয়ে থাকবে। তারা মাথা তুলে দৌড়াতে থাকবে, তাদের দৃষ্টি নিজদের দিকে ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য।'(ইবরাহিম : ৪২-৪৩)

সুদখোর কল্যাণ আহরণের যাবতীয় উপলক্ষ্য থেকে বঞ্চিত হয়। তাই সে উত্তম ঋণ দেয় না, অভাবীর প্রতি লক্ষ্য করে না এবং দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তির কষ্ট দূর করে না। কারণ তার পক্ষে বোধগম্য স্বার্থ ছাড়া অর্থ নিয়োগ কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ তাআলা যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে সাহায্য করে এবং তার বিপদ দূর করে তার ফজিলত বলে দিয়েছেন। হাদিসগ্রন্থগুলোয় এসেছে,

''আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় তার মুমিন ভাইয়ের বিপদ দূর করবে আল্লাহ তাআলা তার বিপদ দূর করবেন দুনিয়া ও আখিরাতে। যে ব্যক্তি কোনো অভাবীকে ছাড় দিবে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া-আখিরাতে ছাড় দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে আল্লাহ তাআলা উভয় জগতে তার দোষ গোপন করবেন। আর বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকে আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্যে থাকেন।''(মুসলিম : ২৬৯৯)

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ''মুসলমান মুসলমানের ভাই- তার ওপর জুলুম করে না; তাকে একাকী ছেড়েও দেয় না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের কষ্ট লাঘব করবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার কষ্ট লাঘব করবেন। আর যে তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।''(বুখারি : ২৪৪২, মুসলিম : ২৫৮০*)*

তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন,

''যে ব্যক্তি অভাবী লোককে সুযোগ দিবে অথবা তার প্রাপ্য মাফ করে দিবে আল্লাহ তাআলা তাকে নিজ ছায়াতলে স্থান দিবেন।''(মুসলিম : ৩০০৬)

সুদ মানুষের সৌহার্দ্য-সহানুভূতির চেতনাকে গলা টিপে হত্যা করে। কারণ ঋণী ব্যক্তির সকল সম্পদ হাতছাড়া হতে দেখেও সুদখোরের অন্তরে মায়া জাগে না। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'দয়া-মায়া তার অন্তর থেকেই ছিনিয়ে নেয়া হয় যে হতভাগার দলে যোগ দিয়েছে।'(আবু দাউদ : ৪৯৪২, তিনমিযি : ১৯২৩)

তিনি আরও বলেন,
‘আল্লাহ তার ওপর দয়া দেখান না যে মানুষকে দয়া করে না।’(বুখারি : ৭৩৭৬, মুসলিম : ২৩১৯) অন্য হাদিসে তিনি বলেন,
‘দয়াকারীদের ওপর দয়াবান-রহমান দয়া করেন। তোমরা জমিনবাসীদের ওপর দয়া করো; আসমানবাসী তোমাদের ওপর দয়া করবেন।(আবু দাউদ : ১৯৪১, তিরমিযি : ৯২৪)
সুদ ব্যক্তি এবং দলের মাঝে হিংসা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে। অনৈক্য এবং বিশৃংখলা উস্কে দেয়।
সুদের এই ক্ষতিকারক দিকগুলোর বিপরীতে ব্যবসা ইসলামে শরীয়তে বৈধ অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ একটি জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম।

ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার মৌলিক শর্তঃ

এক. ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি ও সম্মতি।
তেমনি যদি ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতিটি এমন হয়, যাতে সন্তুষ্টি ও সম্মতি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি, তাহলে ওই পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে নাজায়েজ হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে ঈমানদাররা! তোমরা তোমাদের পরস্পরের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ কোরো না। তবে যদি তা হয় কোনো ব্যবসা তোমাদের উভয় পক্ষের সন্তুষ্টিক্রমে।’ (সুরা : নিসা, আয়াত : ২৯)
দুই. ক্রেতা-বিক্রেতা জ্ঞানসম্পন্ন (আকেল) এবং লেনদেন ও পণ্যের ভালো-মন্দ বোঝে—এমন বয়সের (মুতামাইয়িজ) হওয়া।
সুতরাং অবুঝ শিশু ও পাগল হলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না।
পূর্ববর্তী আয়াত এর দলিল। সেখানে উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি পরস্পর লেনদেনের শর্ত হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। পাগল ও ভালো-মন্দ বিবেচনা করার বোধ-বুদ্ধি নেই এমন ছোট মানুষের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি বিবেচ্য নয়।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিনজনের কাছ থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়েছে : ‘শিশু থেকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত, ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে, জেগে ওঠা পর্যন্ত এবং পাগল থেকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৪০৩; তিরমিজি, হাদিস : ১৪২৩)
তিন. পণ্য মূল্যবান (মুতাকাভভিম) বস্তু হওয়া। সুতরাং এমন বস্তু বেচাকেনা করা যাবে না, যা শরিয়তে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত নয়। যেমন—মদ, শূকরের গোশত ও মৃত প্রাণীর গোস্ত। এজাতীয় বস্তু ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না।
আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, ‘আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।’ (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৭৫)

আর ক্রয়-বিক্রয় মানে সম্পদের আদান-প্রদান। যে বস্তু ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যবান নয় তা ক্রয়-বিক্রয় করলে সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ পাওয়া যায় না, বরং এক পক্ষ থেকে সম্পদ অপর পক্ষ থেকে অসম্পদের বিনিময় হয়। তাই তা কোরআনে বর্ণিত হালাল ক্রয়-বিক্রয়ের আওতায় পড়ে না।

চার. ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার সময় পণ্য বিক্রেতার মালিকানাধীন থাকতে হবে কিংবা তার জন্য মালিকের পক্ষ থেকে বিক্রির অনুমতি থাকতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমার কাছে যা বিদ্যমান নেই তা বিক্রি কোরো না।' (নাসায়ি, হাদিস : ৪৬১৩; আবু দাউদ, হাদিস : ৩৫০৩)

পাঁচ. চোখে দেখার মাধ্যমে কিংবা বিবরণের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়কারীর কাছে পণ্যের বিবরণ, গুণাবলি ও পরিমাণ সুস্পষ্ট থাকা। পণ্যের পরিমাণ ও গুণাবলি অস্পষ্ট থাকলে বেচাকেনায় সন্তুষ্টি ও সম্মতি পাওয়া যাবে না। কারণ সন্তুষ্টি নির্ভর করে পণ্যের পরিমাণ ও গুণাবলির ওপর। তা ছাড়া পরিমাণ ও গুণাবলি নির্ধারণ করা ছাড়া মূল্য নির্ধারণ করাও সম্ভব নয়। অনুমান করে মূল্য নির্ধারণ করলে ধোঁকার আশঙ্কা বেশি থাকে।

ছয়. হস্তান্তর করা সম্ভব, এমন বস্তু হতে হবে। সুতরাং সমুদ্রের মাছ বিক্রি কিংবা শূন্যে উড়ন্ত পাখি বিক্রি শরিয়াসম্মত বা জায়েজ নয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হস্তগত নয় এমন বস্তু বিক্রি করতে রাসুলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন।

সাত. পণ্যের মূল্য স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হতে হবে। পূর্বের প্রতিটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে যেন মুসলিমের ক্রয়-বিক্রয় ধোঁকা, জুলুম ও সুদ থেকে মুক্ত থাকে।

নিষিদ্ধ বেচাকেনাঃ

যেসব বেচাকেনার মধ্যে অস্পষ্টতা বা অজ্ঞতা বা ধোঁকা বা মানুষের জন্য ক্ষতিকর বা কারো ওপর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, যা মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করে, সেসব বেচাকেনা ইসলাম হারাম করেছে। এসব বেচাকেনার মধ্যে অন্যতম হলো—

১. আল-মুলামাসা : (ছোঁয়া-স্পর্শের বেচাকেনা)

যেমন—কেউ কাউকে বলল, আপনি যে কাপড়টিই স্পর্শ করবেন, তা এত টাকার বিনিময়ে আপনার। এ ধরনের বেচাকেনা ফাসিদ। কেননা এতে অজ্ঞতা ও ধোঁকা আছে।

২. বাইয়ুল মুনাবাজা : (নিক্ষেপ-ছোড়ার বেচাকেনা)

যেমন—এভাবে বলা, যে কাপড়টি আপনি আমার দিকে ছুড়ে মারবেন, তা এত টাকার বিনিময়ে আপনার। এ ধরনের বেচাকেনাও ফাসিদ। কেননা এতে অজ্ঞতা ও ধোঁকা আছে।

৩. বাইয়ুল হুসাত : (ঢিল ছোড়ার বেচাকেনা)

যেমন—এভাবে বলা, আপনি এই কঙ্করটি নিক্ষেপ করুন, তা যে জিনিসটির ওপর পড়বে—তা এত টাকার বিনিময়ে আপনার।

এ ধরনের বেচাকেনাও ফাসিদ। কেননা এতে অজ্ঞতা ও ধোঁকা আছে।

৪. বাইয়ুন নাজশ : (দালালির বেচাকেনা)

কেউ মূল্যবৃদ্ধির জন্য অন্যকে শোনানোতে কোনো জিনিসের দাম বলা, অথচ সে জিনিসটি কিনবে না। এ ধরনের বেচাকেনা হারাম। কেননা এতে ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়া হয় এবং তাকে প্রতারিত করা হয়।

৫. বাইআতাইন ফি বাইআহ (এক বেচাকেনায় দুটি বেচাকেনা থাকা)

যেমন—কেউ বলল, আমি আপনার কাছে এই জিনিসটি বিক্রি করলাম এই শর্তে যে আপনি আমার কাছে ওই জিনিস বিক্রি করবেন বা আপনি আমার কাছ থেকে এই জিনিসটি ক্রয় করবেন। অথবা এভাবে বলা, এই জিনিস আপনার কাছে নগদ ১০ টাকায় বা বাকিতে ২০ টাকায় বিক্রি করলাম এবং দুটির একটি নির্দিষ্ট না করেই দুজনে আলাদা হয়ে যাওয়া। এ ধরনের বেচাকেনা সহিহ নয়। কেননা এ ধরনের বেচাকেনায় প্রথম অবস্থায় বিক্রিটি শর্তের সঙ্গে ঝুলে থাকে আর দ্বিতীয় অবস্থায় বেচাকেনার মূল্য স্থির হয়নি।

৬. শহরের লোক গ্রামের কারো বিক্রেতা হওয়া :

অর্থাৎ গ্রামের কেউ শহরে পণ্য নিয়ে আসার আগেই তার থেকে কম মূল্যে ক্রয় করে বেশি মূল্যে বিক্রি করা। দৈনিক বাজারদরের চেয়ে বেশি মূল্যে দালালদের বেচাকেনা।

৭. একজনের বেচাকেনার ওপর আরেকজনের বেচাকেনা :

যেমন—কেউ একটি জিনিস ১০ টাকায় ক্রয় করতে চাইলে তাকে বলা যে এটি আমার থেকে ৯ টাকায় ক্রয় করতে পারবে।

৮. কোনো বস্তু হস্তগত করার আগেই তা আবার বিক্রি করা।

৯. বাইয়ুল ঈনাহ :

যেমন—কোনো বস্তু নির্দিষ্ট মেয়াদে বিক্রি করে অতঃপর তার থেকে নগদে অল্প দামে ক্রয় করা।

১০. জুমার সালাতের দ্বিতীয় আজান হলে যাদের ওপর জুমার সালাত আদায় করা ফরজ, তাদের বেচাকেনা নিষিদ্ধ।

কৃষিকাজের মাধ্যমে হালাল ইনকামঃ

কৃষিকাজ জীবিকা নির্বাহে্র অন্যতম উপার্জন মাধ্যম। ইসলাম এটিকে মহৎ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কৃষিকার্যের সুচনা হয়েছে আদিপিতা আদম আলাইহিস সালাম থেকেই তাঁকে কৃষি কার্য, আগুনের ব্যবহার ও কুটির শিল্প শিক্ষা দেয়া হয়েছিল।(ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ই. ফা. বা. তা. বি.) খ. ১, পৃ. ২৪৩*)* পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণে এ ব্যবস্থাকে সাব্যস্ত করেছেন।(সূরা আবাসা ২৪-৩২)।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষি নির্ভর জীবিকা নির্বাহ করে। অথচ ইসলামের কৃষিনীতি সম্পর্কে অবগত হয়ে যদি কেউ তাঁর এ ব্যবস্থাপনায় ইসলামী নীতি অনুসরণ করে তবেই তা হালাল উপার্জন হবে। আর সেগুলো হলো:

ক. ভূমির মালিক নিজেই চাষ করবে। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

“যার জমি রয়েছে সে নিজেই চাষাবাদ করবে।”(*ইমাম বুখারী, সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং – ২৩৪০)*

তবে এক্ষেত্রে কারো জমি অন্যায়ভাবে অধিকারে আনে কিংবা উত্তরাধিকারকে অংশ না দিয়ে চাষ করলে গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।(*আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ (মিসর: মুয়াসসাতুল কুরতবা, তা. বি) খ. ৪, পৃ. ১০৩।)*

অথবা, মজুরের দ্বারা নিজের তত্বাবধানে চাষ করবে অথবা কোন ভূমিহীনকে চাষাবাদ ও ভোগদখল করতে দিবে।

খ. উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার শর্তে কাউকে চাষ করতে দেয়া।

গ. প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকার বিনিময়ে কাউকে এক বছরের জন্য তার ভোগাধিকার দান করা।(*মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৭) পৃ. ১৫৮-১৫৯)*

ঘ. জমিতে হারাম দ্রব্য উৎপাদন না করা, যাতে ক্ষতিকর কোন উপাদান রয়েছে্ যেমন: আফিম, গাঁজা, চারস বা অনুরূপ মাদক দ্রব্য।

ঙ. অংশীদারিত্ব চাষাবাদ যাবতীয় প্রতারণা, ধোঁকা, ঠকবাজি, ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত থেকে ন্যায়পরায়নতা ও ইনসাফ ভিত্তিক নীতির লালন করতে হবে।

চাকুরীর মাধ্যমে হালাল ইনকামঃ

এটি জীবিকা নির্বাহে উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত। জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আমাদের দেশে সরকারী আধা-সরকারী, বেসরকারী, ব্যাংক-বীমা, এন.জি.ও. ও ব্যক্তিমালিকানাধিন এবং স্বায়ত্বশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে। এসব চাকুরীর ক্ষেত্রে ইসলামের মূল দর্শন হলো প্রত্যেক চাকুরে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সচ্ছতার সাথে পালন করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ের মূলনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

«كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته »

অর্থঃ "তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"(ইমাম বুখারী, সহীহ, হাদীস নং ৮৯৩)

সরকারী চাকুরীর বিধানঃ

সরকারী চাকুরী জায়েয এবং এর বেতনও হালাল। তবে–

কুরআন হাদীস বিরোধী কোনো কিছু বাস্তবায়ন করার কাজ হলে বা এমন কোনো চাকুরী যেখানে গেলে কুরআন-হাদীসকে সঠিকভাবে অনুসরণ করা যায় না তাহলে এমন চাকুরী কখনো বৈধ হবে না। (কিতাবুন নাওয়াজেল ১৭/৫০৪)

কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। (সূরা মায়েদা ২)

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,

فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

অসৎকাজে আনুগত্য নয় ; আনুগত্য কেবলমাত্র সৎকাজের ক্ষেত্রেই হতে হবে। (বুখারী ৭১৪৫ মুসলিম ১৮৪০)

যেমন–

১. সরকারী চাকুরীর মাধ্যমে যদি মানুষের উপর জুলুম ও অন্যায়ভাবে তাদের মাল ভক্ষণ উদ্দেশ্য হয় তাহলে এ ধরনের চাকুরী করা জায়েয নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

কেবল তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের উপর জুলুম করে এবং জমিনে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (সূরা শূরা ৪২)

২. সুদের সহযোগিতা হয় এমন চাকুরীও নাজায়েয। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال : هم سواء.

আল্লাহর রাসূল সাঃ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং তার উপর সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ করেছেন, আর বলেছেন, ওরা সকলেই সমান। (মুসনাদে আহমাদ ৩৮০৯)

বেসরকারী চাকুরীর বিধানঃ

বেসরকারী ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করার ক্ষেত্রেও অনূরুপ বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই সকলকে যাবতীয় অনিয়ম, দুর্নীতি যেমন ঘুষ গ্রহণ, স্বজনপ্রীতি অন্যায়ভাবে কাউকে সুযোগ সুবিধা দান, কারো প্রতি জুলুম করা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি-পরায়ণদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়াও কর্তব্যে অবহেলা, অনিয়মানুবর্তিতা ও কার্যে উদাসীনতার দরুন চাকুরীজীবিদের উপার্জন অনেক সময় বৈধতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের দেশে দেখা যায় অনেক স্কুল-কলেজের শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠ দানের পরিবর্তে টিউশনী ও কোচিং সেন্টারের প্রতি বেশী ঝুকে পড়েছেন। অনেক ডাক্তার হাসপাতালে রোগী না দেখে ক্লিনিকে জমজমাট ব্যবসা শুরু করে দিয়েছেন। যা কর্তব্যে অবহেলার নামান্তর। তারা যদি স্বীয় দায়িত্ব যথাযথ ও পূর্ণভাবে পালন করার পর অতিরিক্ত সময় এসব কাজ করেন তবে তা দোষের নয়।

কায়িক শ্রমঃ

সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কেবল সেগুলো ভোগ করে। জাগতিক জীবনে ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইসলাম বৈরাগ্যবাদ সমর্থন করে না। মানুষের অর্থনৈতিক তৎপরতা, উপার্জন এবং উৎপাদনের প্রচেষ্টা করা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, বরং ইসলাম সেটাকে আবশ্যক করেছে। স্বয়ং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ জীবিকার জন্য বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করেছেন। ইসলাম নিজের হাতে হালাল উপার্জন করা ফরজ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা আমার দেওয়া হালাল ও পবিত্র রিজিক খাও।’ (সুরা বাকারা: ১০২)

পরিশ্রম করে হালাল উপার্জন করা ইসলামের দৃষ্টিতে তুচ্ছ কাজ নয়, বরং এটিই উত্তম কাজ। বর্ণিত আছে, ‘একদা মহানবী (সা.) উত্তম উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, ‘ব্যক্তির নিজের হাতের কাজ এবং বৈধ ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জনই সর্বোত্তম।’ (মিশকাত)।

অন্য হাদিসে মহানবী (সা.) বলেন, ‘তোমাদের নিজের উপার্জন থেকে আহার করা সর্বোত্তম। অবশ্য তোমাদের সন্তানসন্ততিও তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।’ (তিরমিজি)

অনলাইনের মাধ্যমে হালাল ইনকামঃ

বর্তমানে আধুনিক যুগে অনলাইনে নানাবিধ উপায়ে ইনকাম করা যায়। এর মধ্যে হালাল হারাম চিনে নেয়া আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে চাকুরীর অনূরুপ শর্ত অবশ্যি মেনে চলতে হবে। কোন হারাম পণ্য বা অবৈধ কোন কিছুর সাথে জড়িত হওয়া যাবে না। এতে শরীয়তের অন্য কোন বিধানের লংঘন হওয়া যাবে না। যেমন-ফেসবুক ও ইউটিউবে ভিডিওর মাধ্যমে এড থেকে ইনকাম করা যায়। এই এড হালাল নাকি হারাম তা আলাদা করা যায় না। তাই অধিকাংশ আলেমদের মতে এটি নাজায়েয। অনলাইনের জগত যেহেতু একটি ধোয়াশা তাই এক্ষেত্রে অধিক সতর্ক হওয়া উচিত। তবে অধিক জটিল বিষয়ে আলেমদের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

নারীদের হালাল ইনকামঃ

নারীদের হালাল ইনকামের ক্ষেত্রেও পুরুষদের মত বিধান প্রযোজ্য। নারীদের পর্দা, শালীনতা, শারীরিক ও মানসিক দিক লক্ষ্য রেখে তাদের জন্য কি অতিরিক্ত শর্ত প্রযোজ্য। তবে যদি কোন নারীর ভরনপোষন দেয়ার কেউ না থাকে এবং শর্তের মধ্যে কোন হালাল জীবিকার পথ না পাওয়া যায় তবে তাঁরা মাজুর হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে আলেমদের পরামর্শ অনুসারে তাঁরা কাজ করবে। নারীদের জন্য শর্তসমূহ নিম্নরূপ।

১. নারী যদি কাজের মুখাপেক্ষী হয় অথবা সমাজ তার সেবার প্রয়োজন বোধ করে এবং তার সেবা দানকারী বিকল্প কোনো পুরুষ না পাওয়া যায়।

২. নারীর মূল দায়িত্ব বাড়ির কাজ শেষে অন্য কাজ করা।

৩. নারীদের পরিবেশে কাজ করা, যেমন পুরুষ থেকে পৃথক পরিবেশে নারীদের শিক্ষা দান করা অথবা নারীদের সেবা ও চিকিৎসা প্রদান করা। এ তিনটি শর্তে নারীর পক্ষে ঘরের বাইরে কাজ করা বৈধ।

৪. অনুরূপ নারীর পক্ষে দীনি ইলম শিখা ও শিখানো দোষ নয় বরং জরুরি, তবে নারীদের পরিবেশে হতে হবে। অনুরূপ মসজিদ ও মসজিদের মতো পরিবেশে ধর্মীয় মজলিসে অংশ গ্রহণ করা তার পক্ষে দোষণীয় নয়। অবশ্যই পুরুষ থেকে পৃথক ও পর্দানশীন থাকা জরুরি, যেভাবে ইসলামের শুরু যুগে নারীরা কাজ আঞ্জাম দিত, দীন শিক্ষা করত ও মসজিদে হাজির হত।

উপসংহার

মানবজীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা হল আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জন। আখিরাতে যার জন্য জান্নাতের ফয়সালা হবে সেই সবচেয়ে সফলকাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

অর্থঃ প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমাদের সকলকে (তোমাদের কর্মের) পুরোপুরি প্রতিদান কিয়ামতের দিনই দেওয়া হবে। অতঃপর যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম হবে। আর (জান্নাতের বিপরীতে) পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।(সূরা আল ইমরান-১৮৫)

দুনিয়াতে কে কত ধনী বা সম্মানের অধিকারি তার উপর প্রকৃত সফলতা নিহিত নয়। তবে শরীয়ত মেনে হালাল ভাবে সম্পদের মালিক হতে কোন বাধা নেই। আখিরাতে অবশ্যই সকলের সম্পদের হিসাব। যার সম্পদ যত বেশি তার হিসাব তত কঠিন হবে। তাই সম্পদের হক আদায় করত্র হবে। নিয়মিত যাকাত, দান সদকা করতে হবে। আর ইনকাম তো অবশ্যই হবে হালাল পথে। দুনিয়াতে হালাল ভাবে চলার কোন বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে হালাল ও উত্তম জীবিকা দান করুন। আমিন।

রেফারেন্স

১। মহাগ্রন্থ আল কুরআন
২। সহীহ বুখারী
৩। সহীহ মুসলিম
৪। সুনানে আল তিরমিযি
৫। সুনানে আবু দাউদ
৬। সুনানে নাসাঈ
৭। সুনানে ইবনে মাজাহ
৮। মিশকাত শরীফ
১০। https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=168&chapter=14684
১১। https://muslimbangla.com/masail/25312/সরকারি-চাকরি-কি-জায়েয
১২।https://ifatwa.info/search?q=%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%BE
১৩। https://at-tahreek.com/article_details/9162
১৪। https://www.alkawsar.com/bn/article/2344/
১৫। alkawsar.com/bn/article/2224/
১৬। https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=8&chapter=1612
১৭। https://at-tahreek.com/article_details/5710